দৃঢ় সত্য!

কেউ একজন সত্যিকার ভাবে আপনার আত্মার পরিচর্য্যা করে। সেই জন্য এই পুস্তিকাটির অধিকারী আপনি হয়েছেন, এবং এই কারণে আমরা অবশ্যই স্পষ্টভাষী হয়েছি:

বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য

বাইবেল একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত এবং নিখুঁত ভাবে সংরক্ষিত তাঁর প্রত্যাদেশ, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। এটি সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের ধার্মিকতা, মানুষের পাপময়তা ও চরম ভ্রষ্টতা এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য মানব জাতিকে তাদের পাপ প্রকৃতির অভিশাপ ও দুষ্টতার পথ থেকে উদ্ধারের বিষয়ে প্রকাশ করেছে।

ভাববাণীর পূর্ণতা হল আসল প্রমাণ যে বাইবেল হল ঈশ্বরের লিখিত বাক্য। এখানে ৮০০ বেশী ভাববাণী রয়েছে, এর মধ্যে যেগুলি পূর্ণতা পেয়েছে তাদের মাঝে বহু বছরের সময়ের ব্যবধান যার ফলে এখানে দৈবঘটনা বা কাকতালীয় ঘটনা বলার কোন সুযোগ নেই। এই ৮০০ ভাববাণীর মধ্যে মোটামুটি ৩০০টি আক্ষরিক ভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং বাকী ৫০০টি ভবিষ্যতে পূর্ণ হবার অপেক্ষাতে রয়েছে। সাম্ভাব্য ৩০০টি ভাববাণী এর মধ্যেই পূর্ণতা প্রাপ্ত ভাববাণীতে পরিণত হয়েছে যা গাণিতিক ভাবে, পরিসংখ্যানগত দিক থেকে এবং বিজ্ঞানের দিক থেকে দৈবঘটনা হওয়া অসম্ভব। তাই যখন বাইবেল নিজের সম্বন্ধে বলে যে তা জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য, এটি তখন গাণিতিক ভাবে এবং পরিসংখ্যানগত নিশ্চয়তার সাথে বলে বৈজ্ঞানিক সত্যকে। যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজের দিক থেকে, বাইবেল তাঁর জন্মের শত শত বছর পূর্বে তাঁর জীবনের ৪৮টি বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়েছে এবং তারপর দেখিয়েছে সেগুলি আক্ষরিক ভাবেই পূর্ণতা লাভ করেছে। এর পরে বাইবেলে ভয়ংকর সত্যতা নিয়ে ৫০০ ভাববাণী অপেক্ষা করে আছে ভবিষ্যতে পূর্ণতার জন্য। 'শাস্ত্র', বেদ এবং বুদ্ধের লেখনী এই ধরণের অনুমানকৃত বিপদে চিন্তিত নয়। তাছাড়া অন্যান্য ধর্ম যদি বাইবেলের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে তা হিমালয় পর্বতের পাশে মুষিক শাবক মাত্র।

বাইবেল কোন ধর্ম নয়

বাইবেলের বার্তা কোন একটি ধর্ম নয়। ধর্ম হল মানুষের ধর্মীয় কাজের প্রচেষ্টা বা স্বাভাবিক যোগ্যতা তার দেবতা সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণাকে সন্তুষ্ট করা এবং তার নিজের পরিত্রাণ লাভে চেষ্টা করা। ধর্মের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের, দেবতার বা তার নিজের কল্পনার কাছে তার নিজের ধার্মিকতার অন্বেষণ করে, যেন স্বর্গ, নির্বাণ, অনন্ত শান্তি বা কল্পিত আদর্শ যা তার মনের মধ্যে সে লালন পালন করছে তাকে আকড়ে ধরতে পারে। এই অর্থে মানুষের তৈরা সকল ধর্ম সমান। সবচেয়ে ভাল এটি যা দিতে পারে তাহল

স্বঘোষিত ভাববাদী ও গুরুদের প্রলাপ এবং অনিশ্চিত পরিত্রাণ যা নির্ভর করে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের উপরে। ঈশ্বর একে এভাবে বলেছেন, “ফলতঃ ঈশ্বরের ধার্মিকতা না জানায়, এবং নিজ ধার্মিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করায়, তাহারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার বশীভূত হয় নাই”(রোমীয় ১০:৩)।

না, বাইবেলের পরিত্রাণদায়ী বার্তা কোন একটি ধর্মের মত নয়। ধর্ম হল একটি বন্ধনঃ বাইবেলের মূল সুরের একটি হল পুনর্মিলন এবং একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজের মাধ্যমে। যীশু যিনি মাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর। ধর্মের বন্ধন থেকে এটি স্বাধীন।

মানুষের তৈরী ধর্ম কাজের মাধ্যমে বা পুনর্জন্মের অসীম চক্রের মধ্যে পরিত্রাণের কথা প্রচার করে যখন তথাকথিত ‘বিজ্ঞান’ এটা বলতে চেষ্টা করে যে মৃত্যুতে সব কিছ শেষ হয়ে যায়। বাইবেল, অন্যদিকে প্রকাশ করেছে যে এটা নির্দ্ধারিত যে মানুষ একবার মারা যাবে। এরপরে, এই বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডের পবিত্র এবং ধার্মিক বিচারকের সামনে সকলকে বিচারের জন্য দাড়াতে হবে(ইব্রীয় ৯:২৭)। আমার বন্ধুরা, ভুলে যাবেন না যে ঈশ্বরের বাক্য বার বার এটি সত্য বলে প্রমাণ করেছে। বিশদভাবে ভাববাণীর পূর্ণতার মাধ্যমে, এটা এমন কিছু যা অন্য কোন ধর্মীয় বই দাবী করে নাই। আপনি বাইবেলের সতর্কবাণাতে মনোযোগ দিলে ভাল করবেন। আপনি কি ঈশ্বরের বিষয়ে মনোযোগ দেন? একদিন আপনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। আপনি কি বিচারের দিনে আপনার সৃষ্টিকর্তার সামনে দাড়াতে প্রস্তুত?

বাইবেলের জোরাল বার্তা

কিছু সময় বাইবেলের জোরাল বার্তাকে বিবেচনা করুনঃ একজন সত্যময় ঈশ্বর আছেন যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রতিমুর্ত্তিতে মানুষকে সৃস্টি করেছেন। তিনি তার সৃষ্ট প্রথম পুরুষ ও প্রথম স্ত্রীলোককে এদন বাগানে রাখলেন এবং তাদের বললেন তোমরা ভাল মন্দ গাছের ফল খাবে না। মানুষ সরাসরি ঈশ্বরের অবাধ্য হল এবং তাদের নিষ্পাপ অবস্থা থেকে পতিত হল (দেখন আদি ১-৩)। এই ভাবে “..এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল”(রোমীয় ৫:১২)। রোমীয় ৩:২৩ পদে আমরা পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ করি “কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে।” এছাড়া যিহিস্কেল ১৮:৪ পদ বলে, “দেখ, সমস্ত প্রাণ আমার; যেমন পিতার প্রাণ, তদ্রূপ সন্তানের প্রাণও আমার; যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে।” আমরা মানব সত্ত্বা হিসাবে পাপী, কেবল মাত্র ভুল করে নয় বরং অপবিত্র, অধার্মিক, দুষ্ট এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার আত্ম স্বীকৃত লংঘনকারী। এটা এটা শুরু থেকেই আমাদের স্বভাব হয়েছে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা।

আপনি হয়তো একমত হতে নাও পারেন এবং একজন ভাল ব্যক্তি হবার দাবী করতে পারেন। আপনি আপনার অনন্তত্ব ভাগ্যকে আপনার ভাল কাজ ও আপনার ধর্মীয় পর্যবেক্ষণের উপরে বাজী ধরতে পারেন। কিন্তু, ঈশ্বরীয় পবিত্রতার মানদন্ড সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত, এবং “ধার্মিক কেহই নাই একজনও নাই,

বুঝে, এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, এমন কেহই নাই"(রোমীয় ৩:১০-১১)। আমাদের পাপময়তা আমাদের প্রকৃত প্রকৃতিতে বিস্তৃত এবং এটি প্রকাশ করে ঈশ্বরীয় ধার্মিকতার মানদন্ডে আমাদের অবাধ্যতা। এটা কেবল মাত্র আমরা কি করি তাই নয়; এটা হল আমরা কে। ধর্ম আমাদের বাহ্যিক দৃশ্যমানতা এবং দেহের আনুষ্ঠানিক শুচিতার প্রতি দৃষ্টি দেয় কিন্তু যীশু বলেছেন, "..মনুষ্য হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বাহির হয়, বেশ্যাগমন, চৌর্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা; এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে"(মার্ক ৭:২০-২৩)। আপনি আপনার ভিতর থেকেই অপবিত্র, এবং বাহ্যিক ধর্ম আপনাকে শুচি করতে পারে না। অন্যদিকে ঈশ্বর, দশ আজ্ঞার মাধ্যমে মানবজাতির কাছে তার ধার্মিকতার মানদন্ড প্রকাশ করেছেন (যাত্রা ২০:১-১৮; দ্বি বি ৫:৬-২১)। ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে মোশির মাধ্যমে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, ঈশ্বর নিজে একটি বিশেষ জাতির উত্থান ঘটিয়েছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির কাছে তার ক্ষমতা, অনুগ্রহ এবং অপরিবর্তনীয় চরিত্র দেখান। এই একই ব্যবস্থা মানব জাতির বিবেকে লিপিবদ্ধ রয়েছে (রোমীয় ২:১৪-১৫), সুতরাং প্রতিটি মানুষ এতে সচেতন। আমরা সকলে জানি যে মিথ্যা বলা, চুরি করা, হত্যা করা, ঈর্ষা ইত্যাদি মন্দ কাজ। আমাদের বিবেক (ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমাদের হৃদয়ে লিখিত) আমাদের দোষী করে এবং আমাদের দোষকে নিজস্ব করে দেখতে সাহায্য করে।

ব্যবস্থার অধীনে দোষী

ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা সরল এবং এটি দুটি কাজ করে: এটি প্রতিটি লোকের মুখ বন্ধ করে যারা নিজের পক্ষে সমর্থন করে এবং এটা মানুষকে তার নিজের পাপ সম্পর্কে জ্ঞানদান করে (রোমীয় ৩:১৯-২০)। আপনি কি কখনও ঈশ্বরীয় ব্যবস্থার পরিমাপ করে দেখেছেন? উদাহরণ স্বরূপ ৯ম আজ্ঞা বলে, "মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।" আপনি কি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন? এটা আপনাকে কি সে পরিণত করে? হিতোপদেশ ১২:২২ পদ বলে মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ প্রভুর ঘৃণিত এবং প্রকাশিত বাক্য ২১:৮ পদ বলে যে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী নরকের অংশীদার হবে। ৮ম আজ্ঞা বলে 'চুরি কোর না।' আপনি কি কখনোও কিছু চুরি করেছেন? এমন কিছ যা হয়তো ছোট, আবার হয়তো কোন কিছ বড়, সময় ইত্যাদি..? এটা আপনাকে কি সে পরিণত করে? ঈশ্বরের চোখে আপনি চোর। আপনি কি কখনো অনর্থক ঈশ্বরের নাম নিয়েছেন, ঈশ্বরের নামের স্থলে অভিশাপের কোন শব্দ উচ্চারণ করেছেন? হয়তো আপনি বলেন যে আপনি ঈশ্বরকে জানেন এবং তারপর আপনার জীবন যাপনে তাঁর নাম অনর্থক নেন। বাইবেল এই উভয় বিষয়কে ঈশ্বর নিন্দা বলেছে, এবং ৩য় আজ্ঞা খুব সরল। আপনি কি কখনো বাভিচার বা খন করেছেন? ঈশ্বর অন্তরের বিচার করেন, বাহ্যিক দিক দেখে করেন না (১ শমূয়েল ১৬:৭), এবং যাশু বলেছেন যে কেউ কারো দিকে কামনা পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় তবে সে মনে মনে ব্যভিচার করেছে বলে বিচারিত হবে (৫:২৭-২৮)। আপনি কি কখনো কারো প্রতি গোপনে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেছেন? যীশু বলেছেন যে আপনাকে অন্তরের

খুনী বলে বিচার করা হবে (মথি ৫:২১-২২; ১ যোহন ৩:১৫)। আপনি কি অবৈধ যৌন মিলন করে আনন্দ পান যখন ঈশ্বর বলছেন আমাদের এর থেকে দুরে থাকতে? ১ করিন্থীয় ৬:৯ পদ বলে যে কোন অবৈধ যৌন মিলনকারী স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। আপনি কি প্রভু ঈশ্বরকে আপনার জীবনে প্রথমে স্থান দিয়েছেন(প্রথম এবং মহান আদেশ), অথবা আপনি কি আপনার মনে আপনার কামনা ও আনন্দকে পরিতৃপ্ত করার জন্য যে ভ্রান্ত দেবতা সৃষ্টি করেছেন তার সেবা করছেন? এটি ব্যভিচার, পৃথিবীর প্রচীনতম একটি পাপ এবং ঈশ্বর এটি ঘৃণা করেন। আপনি কি সব সময় ঈশ্বরের 'বিশ্রামবার পালন' করেন ? অথবা আপনি কি সব সময় মুখের কথায় চিন্তায় এবং কাজে আপনার পিতা ও মাতাকে সম্মান করেন? যদি উত্তর হয় 'না', তবে আপনি চতুর্থ ও পঞ্চম আজ্ঞা পালন না করার দোষে দোষী। ১০ আজ্ঞা বলে, 'লোভ করিও না', আপনি কি কখনো এমন কিছ আকাংখা করেছেন যা আপনার নয়? দ্বিতীয় আজ্ঞা বলে প্রতিমা পূজা করিও না, আপনার ধর্ম কি আপনাকে কাঠ, ধাতু এবং পাথরের মুর্ত্তির আরাধনা করার জন্য পরিচালিত করে যে মুর্ত্তিগুলো দেখতে পারে না, শোনে না বা চলতে পারে না (প্রকাশিত বাক্য ৯:২০)। হয়তো আপনি এমন প্রতিমাকে পূজা করেন যা আপনি আপনার মনে সৃষ্টি করেছেন যাকে আপনি 'ঈশ্বর' বা 'যীশু' বলে ডাকছেন আপনার নিজস্ব কামনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য। বাইবেলে ঈশর বলেছেন, "তোমরা অবস্তু প্রতিমাগণের অভিমুখ হইও না, ও আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা দেবতা নির্মাণ করিও না; আমি সদাপ্রভু তোমদের ঈশ্বর"(লেবীয় ১৯:৪)। আপনি কি দোষী অথবা নির্দোষী? এবং নিজের কাছে মিথ্যা কথা বলে ৯ম আজ্ঞা ভাঙ্গবেন না।

পাপ হল ঈশ্বরের ব্যবস্থার লংঘন (১ যোহন ৩:৪) এবং যেহেতু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পবিত্র এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের ধার্মিক বিচারক, যদি আপনি আজ্ঞাগুলির একটি ভাঙ্গেন তবে আপনি সব আজ্ঞা ভাঙ্গার দোষে দোষী হন (যাকোব ২:১০)। ফল স্বরূপ, প্রতিটি মুখ বন্ধ এবং সমস্ত পৃথিবী প্রভুর সামনে দোষী (রোমীয় ৩:১৯)। "যেহেতু ব্যবস্থার কার্য দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে"(রোমীয় ৩:২০)। বাইবেল সহজ ভাবে বলেছে যে আমরা দোষী এবং ঈশ্বর অনন্তকালীন ভাবে খুনী, চোর, মিথ্যাবাদা, ব্যভিচারী, অবৈধ যৌন মিলনকারী, ঈশ্বর নিন্দুক, বেশ্যাগামী, সমকামী, প্রতিমা পূজক ইত্যাদি লোকদের শাস্তি দেবেন নরকে অনন্তকাল ধরে। তিনি আমাদের কথা ও চিন্তারও বিচার করবেন(উপদেশক ১২:১৪; রোমীয় ২:১৬) এবং প্রতিটি অনর্থক কথা যা আমরা বলে থাকি(মথি ১২:৩৬)। বিচারের দিনে দশ আজ্ঞা, ঈশ্বরের ধার্মিকতার মানদন্ড ভঙ্গের দোষে দোষা অথবা নির্দোষী হবেন? যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দশ আজ্ঞাকে এভাবে সারাংশ করেছেন, "যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, 'হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।' দ্বিতীয়টি এই , 'তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে।' এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই"(মার্ক ১২:২৯-৩০)। আপনি কি আপনার সৃষ্টিকর্তকে আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন এবং সব সময় কি আপনি আপনার প্রতিবাসাদের আপনার নিজের মত

করে ভালবাসেন? যদি তা না হয় তবে আপনি ব্যবস্থা ভঙ্গকারী এবং আপনার জন্য ঈশ্বরের বিচার অপেড়্গা করে আছে।

এটা যদিও দেরীতে তবুও ভাল

সম্ভবত আপনি চিন্ত্মা করছেন যে ঈশ্বর ভাল, তিনি আপনার পাপ স্বভাব ও পাপ কাজ গুলি দেখেও দেখবেন না বা এড়িয়ে যাবেন। এটা কেবলমাত্র অহংকারী চিন্ত্মা যে ঈশ্বর কেবল মাত্র আপনাকে ভালবাসেন। তিনি আপনার থেকেও বেশী ভালবাসেন: তিনি ভালবাসেন ধার্মিকতা, ন্যায় বিচার, পবিত্রতা এবং সিদ্ধতা। সেজন্য, এটা তার মহত্ত্ব যে নিশ্চিত ভাবে ন্যায় বিচার হবে। এবং, এটি আমাদের মনোভাব যে পাপ 'কোন বড় বিষয় নয়' যা আমাদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিন্দার যোগ্য ও দন্ডযোগ্য করবে। বিশ্ব ব্রক্ষ্মান্ডের বিচারক তখনই একজন দুর্নীতিগ্রস্থ বিচারক হবেন যদি তিনি এই ধরণের বিচার কাজে নিজের চোখ বন্ধ রাখেন।

আপনি হয়তো এখনও এই মনোভাব পোষণ করছেন যে আপনি আসলে ভাল মানুষ কিন্তু ঈশ্বর বলছেন আপনি ভাল নন(গীত '১৪:২-৩)। আপনাদের মধ্যে কেউ একজন মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু বাইবেল আমাদের বলে যে ঈশ্বরের পড়্গে মিথ্যা বলা অসম্ভব। ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা ন্যায়বিচার দাবী করে, এবং অনন্ত্মকালীন সৃষ্টিকর্তার বিরম্নদ্ধে পাপের শাস্তি অনন্ত্ম নরকে মৃত্যু(রোমীয় ৬:২৩)। এছাড়া, যেভাবে আগেই বলা হয়েছে, যদি আমরা ব্যবস্থার কোন একটি ড়্গুদ্র অংশ লংঘন করি, তবে আমরা সমস্ত্ম ব্যবস্থা লংঘনকারী বলে গণ্য হবে(যাকোব ২:১০)। একজন অপরাধী তার যে কোন একটি কাজের জন্য মানবিক বিচারক ও মানবিক জুরীদের দ্বারা দোষীকৃত হয়, এখানে বিবেচনা করা হয় না অন্য সময় সে কতটা ভাল। এর চেয়ে কতনা বেশা হবে যখন এটি বিশ্ব ভ্রক্ষ্মান্ডের ঈশ্বরের সামনে ঘটবে? এটা যদিও দেরীতে তবুও ভাল।

সুখবর

এখন এটি বিবচেনা করম্নন: ঈশ্বরের ব্যবস্থা(অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ধার্মিকতার মানদন্ড যা প্রকাশিত হয়েছে দশ আজ্ঞায় এবং যা লিখিত আছে মানুষের বিবেকে) কোন ধার্মিক মানুষের জন্য নয় কিন্তু ব্যবস্থাহীন ও অবাধ্যদের জন্য(১তীম ১:৯-১১)। এটা একটা এক্স-রে-র মত যা আমাদের পাপ দেখিয়ে দেয় এবং আরও বলে যে আমাদের পরিত্রাণের আবশ্যকতা(গালা ৩:২৪)। এই ভাবে, সুখবর যা আমি আপনাদের বলতে যাচ্ছি তা ভাল অর্থে: "কিন্তু এখন ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ঈশ্বর-দেয় ধার্মিকতা প্রকাশিত হইয়াছে, আর ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ কর্তৃক তাহার পড়্গে সাড়্গ্য দেওয়া হইতেছে। ঈশ্বর-দেয় সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সকলের প্রতি বর্তে, কারণ প্রভেদ নাই"(রোমীয় ৩:২১-২২)। কারণ আমরা দোষী এবং নরক বাসের যোগ্য এবং যেহেতু 'পাপের বেতন মৃত্যু'(রোমীয় ৬:২৩),

এটিই হল সেই বিষয় যা ঈশ্বর আমাদের জন্য করেছেন: তিনি নিজে এই পৃথিবীতে এলেন(যীশু খ্রীষ্ট যিনি মাংসে মুর্ত্তিমান ঈশ্বর) আমাদের শাস্তি বহন করতে ও পাপের পাওনা পরিশোধ করতে। তিনি তাঁর দেহকে নিজে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রতিরূপ হিসাবে উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করতে এবং আমাদের ধার্মিকতার জন্য তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। ফলস্বরূপ, পাপের দেনা সম্পুর্ণ শোধ করা হয়েছে, এবং তারা সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষমা লাভ করবে যারা তাদের পাপ থেকে মন পরিবর্তন করবে এবং তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থানের উপর রাখবে। অন্য কথায়, ২ হাজার বছরেরও আগে, যখন যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরে থেকে চিৎকার করেছিলেন, 'সমাপ্ত হইল' একটি বৈধ লেনদেন সাধিত হয়েছিল: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজেকে নত করলেন এবং আপনার দেনা পরিশোধ করলেন। আপনার বিবেকে তাঁর যে সাধারণ ব্যবস্থা লিখিত রয়েছে তা আপনি ভেঙ্গেছেন, এবং যীশু খ্রীষ্ট আপনার দেনা পরিশোধ করেছেন তার জীবন ও রক্ত দ্বারা। এর অর্থ হল যীশু খ্রীষ্টের কষ্টভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে ঈশ্বর আপনার মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। আপানার মৃত্যুর শাস্তি তিনি বিনিময় করতে পারেন। আপনার মন পরিবর্তন ও যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের কারণে তিনি আপানকে বৈধভাবে জীবন যাপনের অনুমতি প্রদান করতে পারেন।

আমি আবার বলছি: যীশু খ্রীষ্ট পাপহীন নিখুঁত জীবন যাপন করেছিলেন(ইব্রীয় ৪ঃ১৫) এবং ঈশ্বরীয় ব্যবস্থার ধার্মিকতার সন্তুষ্টির দাবী অনুসারে তিনি কষ্টভোগ করেছিলেন এবং রোমীয় ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন(গালাতীয় ৩ঃ১০-১৩)। তিন দিন পরে, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠে প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁর উৎসর্গ গৃহিত হয়েছে। সেজন্য, পবিত্র ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করতে পারেন এবং আমাদের জন্য অনন্ত জীবন মঞ্জুর করতে পারেন। পরিত্রাণ বিনামূল্যে দান: এটি অর্জন করা যায় না এটি কেবল মাত্র গ্রহণ করতে হয়। যোহন ৩ঃ১৬ পদ বাইবেলে পড়ি "কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" এর কয়েক পাতা আগে যোহন ১ঃ১২ পদ বলে "কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।"

ধর্ম আপনাকে রক্ষা করতে পারে না

এর উপরে জোর দিতে হবে: এটি ধর্ম সম্বন্ধে নয়। ধর্ম, এটি খাঁটি, কিন্তু একজন ধার্মিক ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তার ধার্মিকতার তুলনায়, আমাদের তথাকথিত ভাল কাজ হল নোংরা কাপড়ের মত(যিশা ৬৪:৬)। ধর্ম পাপ মুছে ফেলতে পারে না। কোন ধর্মীয় প্রচেষ্টা বা অভিজ্ঞতা একটি পাপও বাতিল করতে পারে না, এবং ভাল কাজ কখনই মন্দ কাজকে অপসারিত করতে পারে না। বুদ্ধও এটা জানতেন, একবার তিনি জানতে চেয়েছিলেন: "একটা মন্দ কাজ মুছতে ভাল কাজ কতদিন করতে

হবে?” বুদ্ধ হিন্দু মন্দিরের পিলারের দিকে আঙ্গুল তুলেছিলেন, বৈশিষ্ট্যগত ভাবে এগুলো সুগন্ধি ও উৎসর্গের ঝুলকালিতে নোংরা, তারপর উত্তর দিয়েছিলেন: “যদি আপনার একটি কাপড়ের টুকরা থাকে এবং প্রতি বৎসর বাতাসের একটি জোর ধাক্কা দিলেন পিলারটি পরিস্কার করতে, বিবেচনা করম্নন কত সময় লাগবে সম্পূর্ণ পিলারটি পরিস্কার করতে। একটা মন্দ কাজ মুছতে ভাল কাজের যত সময় লাগবে তার চেয়ে বেশী সময় লাগবে।” অন্য কথায়, বুদ্ধ স্বীকার করেছেন যে এটি অসম্ভব এবং এভাবে, তিনি সঠিক ছিলেন। কারণ আমরা আমাদের ভিতর থেকেই খারাপ (মার্ক ৭:২০-২৩), ধর্ম কখনই মানুষের পাপময় প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না। সমস্যার মূল হল হৃদয়ের সমস্যা(যিরমিয় ১৭:৯), এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে এটি প্রকাশ করেছে। যেমন যীশু বলেছেন, “আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিও না”(যোহন ৩:৭)। এছাড়াও “আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়; বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তদ্রম্নপ বিনষ্ট হইবে”(লূক ১৩:৩,৫)। যদি আপনি আপনার ধর্মের উপরে নির্ভর করেন যে তা আপনাকে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক করবে, তবে এটি যে তা করতে অড়্গাম কেবলমাত্র তাই নয়, কিন্তু এই ধরণের বিশ্বাস রাখার জন্য আপনার পাপে আরও কিছু যুক্ত হবে ও আপনি দোষীকৃত হবেন। সর্বপরি, এমনকি তাদের প্রার্থনা যারা তাদের কাণ ঈশ্বরের বাক্যের দিক থেকে ফিরিয়েছে তাও ঘৃণিত(হিতোপদেশ ২৮:৯)। আপনি আপনার পাপ থেকে মন না ফিরালে এবং যীশুর দিকে যতড়্গণ না ফিরবেন, আপনি আপনার ধর্মেই মারা যাবেন; আপনি আপনার পাপেই মারা যাবেন(যোহন ৮:২৪)।

বিবর্তনবাদের ধর্ম

এখানে, আপনি হয়তো আপনার বুদ্ধিগত প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের অস্থিত্ব অস্বীকার করে গর্বিত, মানবিক বিজ্ঞানের অহংকারী দাবী ও আপনার দৃঢ় উক্তি যে আপনি ধার্মিক ব্যক্তি নন। শুনুন, যদি আপনি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করেন যে অগণিত ছায়াপথ ও সৌরজগতের অস্থিত্ব(যেগুলি তাদের চলার পথে, একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খায় না, এবং অভ্যান্থরীন ভাবে আবর্তিত হচ্ছে যার ফলে আপনি আপনার ঘড়ির সময় নির্ধারণ করতে পারছেন) লাভ করেছে, যখন আদিম ধুলিকণার বিড়্গিপ্ত মেঘ লড়্গ্যহীন ও স্বতস্ফুর্তভাবে সেগুলোকে মহাশূন্যের বাইরে নিড়্গিপ্ত করেছে, তখন বাইবেল আপনাকে বর্ণনা করেছে একেবারে সঠিকভাবে, “মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে,‘ঈশ্বর নাই’। তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ কর্ম করিয়াছে; সৎকর্ম করে এমন কেহ নাই”(গীত ১৪:১)। বিবর্তনবাদ কোন অবস্থাতেই প্রকৃত বিজ্ঞান নয়: এর যে মূল দাবী তা প্রমাণিত হতে পারে না, এবং বার বারই, এরকম দেখা গেছে পর্যবেড়্গণ বিজ্ঞানে যা ভ্রান্থ প্রমাণিত। উপরন্থ, এর সম্ভাবনা সমূহ বিষ্ময়কর। বিপরীত দিকে, প্রকৃত এবং উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান সব সময়ই বাইবেলের দাবীকে সমর্থন করেছে। থার্মো-ডাইনামিক্সের নিয়ম, পৃথিবীর চুম্বকীয় অর্দ্ধ জীবন, সূর্যের হ্রাসকৃত আকৃতি, সমুদ্রের দিকে নদীর তলানী প্রবাহের হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান, তথাকথিত ‘দৃশ্যমান অঙ্গ’-র প্রকৃত মূল্য, জীবাশ্মের বিবরণে “জীবগত নমুনার রূপান্থর” সম্পূর্ণ

অনুপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে পড়ুন। তারপরে সততার সঙ্গে বলতে চেষ্টা করুন যে পৃথিবী কোটি কোটি বৎসরের পুরাতন এবং আপনার মহা-মহা-মহা-প্রপিতামহ গাছ-গাছালীর মাধ্যমে আন্দোলিত হয়েছিলেন এবং তার মহা-মহা-মহা-প্রপিতামহ একগুচ্ছ আদিমতম তরলের মধ্যে ভাসছিলেন। ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করুন কিভাবে বোম্বাডিয়ার গুবরে পোকা অদ্বিতীয়; ভ্রূণজন্ম ট্রিলোবাইট, এবং হামিং বার্ড বিবর্তনের বুড়ো খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মানব চোখের বিস্ময়কর ও দুরূহ জটিল বিষয়ে ভাবুন এবং সরাসরি তাকিয়ে বলতে চেষ্টা করুন যে এই সব কিছুই হঠাৎই হয়েছে। বিবর্তনবাদকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতে দেই মানব দেহের সুসামঞ্জস্যতার এবং বস্তুর মধ্যে যে অনস্বীকার্য পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য। মানুষের বিবেক সম্মন্ধে কি বলবেন, কিছু সত্যিই অদ্বিতীয় এবং সম্পূর্ণরূপে অন্য সব প্রাণীর নমুনার মধ্যে অনুপস্থিত? কিভাবে এটি 'উন্নয়ন' হয়েছে? না আমার বন্ধু, সাধারণ জ্ঞান আমাদের বলে যে প্রতিটি পরিকল্পনার একজন পরিকল্পক রয়েছেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার এবং বিবর্তনবাদ তত্ত্বে গর্ব আপনাকে একজন ধর্মীয় মানুষে পরিণত করে। আপনি একজন ব্যক্তি-কেন্দ্রীক ধর্ম পালন করছেন যেখানে বাইবেলের সাধারণ দাবীর চেয়েও বেশী বিশ্বাস আবশ্যক, এবং আপনার ধর্ম সম্পূর্ণরূপে সঙ্গিত বিধান করবে এডলাফ হিটলার, খেমাররুজ, যোষেফ ষ্টালিন, সাদ্দাম হোসেন এবং অন্যান্য সকল পাগল লোকের বর্বরতার সঙ্গে যা সহজ ভাবে গ্রহণ করেছে "সারভাইভাল অফ দা ফিটেষ্ট," বা 'যে পারবে সেই টিকবে' এরকম তত্ত্ব এর যুক্তিগত উপসংহারে। যদি আপনার জন্য সকল কিছু শেষ হয় মৃত্যুতে, তাহলে হিটালার যা কিছু করেছেন তা নিয়েই যেতেন, এবং আপনি তার চেয়ে বেশী ভাল নন। কেন আপনার দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিজেকে দূরে রাখছেন না?

মন পরিবর্তন এবং নূতন জন্ম লাভ করুন

সকল উপহাস সত্ত্বেও, একজন ঈশ্বর আছেন এবং একদিন আপনি বিচারের জন্য দাঁড়াবেন। আপনার ধর্ম, আপনার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং আপনার আত্ম-ধার্মিকতার নৈতিকতা সেদিন আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। সেদিন যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে তা হল: আপনি কি নূতন জন্ম লাভ করেছেন(নূতন জন্ম লাভ করার অর্থ অনুগ্রহে খ্রীষ্টের আত্মা আপনার মধ্যে জন্ম নেয় ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মাধ্যমে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজের দ্বারা এক আত্মিক পূণর্জন্ম হয়, দৈহিক পূণর্জন্ম নয় যা ভ্রান্তভাবে পূণর্জন্মবাদে দাবী করা হয়)? আপনি কি ঈশ্বরের সামনে নিজেকে নত করেছেন? আপনি কি আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত? আপনি কি একমাত্র যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে বিনামূল্যে দত্ত পরিত্রাণ গ্রহণ করেছেন? রোমীয় ৫:৮ পদে বাইবেল বলে, "কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।"রোমীয় ১০:৯-১০ পদে পাঠ করি: "কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে। কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য, এবং মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য।" এটিই আপনার একমাত্র আশা, আমার বন্ধু,

যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যদি আপনি তাঁকে ডাকেন তবে তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন। অনেক ভাল কাজ করে স্বর্গে যাবার চেস্টা করা হল ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করা, কারণ তিনি আমাদের পাপের জন্য তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। এটি হল স্বার্থপর মূর্খতা, সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধের দান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং আপনার অসীম ঋণের জন্য নিজে কাজ করার দাবী করা।

একটি পথ, কেবলমাত্র একটি পথ

আপনি কি ঈশ্বরীয় বিষয়ে যত্নবান? আপনি কি তাঁর সামনে বিচারের জন্য দাঁড়াবেন? আপনি কি তাঁর সামনে দোষী বা ক্ষমা প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবেন? ক্ষমা পাবার কেবলমাত্র একটি পথ রয়েছে, এবং তাহল যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজের মাধ্যমে। আর কোন পথ নেই। ঈশ্বর একটি আত্মিক পর্বতের চূড়ায় বসা নেই যেখানে অনেক ভিন্ন পথ তাঁর কাছে যাবার জন্য আছে। যীশু খ্রীষ্ট হলেন একমাত্র পথ(যিশা ৪৩:১১; প্রেরিত ৪:১২)।

যীশু খ্রীষ্টের কয়েকটি কথা যা যোহন লিখিত সুসমাচারে সংরক্ষিত আছে তা বিবেচনা করুন: যীশু দাবী করেছেন যে তিনি হলেন দেহধারী ঈশ্বর। যোহন ১০:৩০ পদে তিনি বলেচেন: "আমি এবং পিতা, আমরা এক।" যোহন ৩:১৩ পদে যীমু দাবী করেছেন যে তিনি স্বর্গে যদিও তিনি পৃথিবীতে ছিলেন। একমাত্র ঈশ্বরই এই ধরণের দাবী করতে পারেন। যোহন ১৪:৯ পদে যীশু দাবী করেছেন যে তাকে যারা দেখেছে তারা পিতা ঈশ্বরকে দেখেছে। যোহন ৮:২৪ পদে যীশু বলেছেন, "এই জন্য তোমাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা তোমাদের পাপসমূহে মরিবে; কেননা যদি বিশ্বাস না কর যে, আমিই তিনি, তবে তোমাদের পাপসমূহে মরিবে।" সম্ভবত সবচেয়ে বিস্ময়কর যীশুর দৃঢ় দাবী যোহন ১৪:৬ পদে "যীশু তাহকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।" এই রকম কথা বলে যীশু খ্রীষ্ট অর্থ গত ভাবে সকল ধর্মের সব দাবী গ্রহণ করেছেন এবং তা আবর্জনার পাত্রে নিক্ষেপ করেছেন।

যদি আপনি এটি পাঠ করেন, আপনাকে অবশ্যই একটি মনোনয়ন করতে হবে। যোহন ১৪:৬ পদে যীশু খ্রীষ্ট কি তাঁর সম্বন্ধে সত্যি কথা বলেছেন অথবা তিনি একজন মিথ্যাবাদী ছিলেন? যদি যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেন, তাহলে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বিখ্যাত পথ ভ্রান্ত মূর্খ যিনি এই জগতে ছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা ছিল মূল্যহীন। যদি তিনি সত্য বলে থাকেন, তবে তিনি হলেন পরিত্রাণের একমাত্র পথ।

সত্য হল, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সম্বন্ধে দাবীর প্রমাণ দিয়েছেন, নিশ্চিত করেছেন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠে, ভাববাণীতে বলা হয়েছিল যে তিনি এরকম করবেন(মথি ২০:১৯; মার্ক ৯:৩১), ১০:৩৪)। ৫০০ লোকেরও বেশী লোক যে জীবিত যীশুকে চাক্ষুষ দেখেছে তারও বিবরণ রয়েছে(১ করিন্থীয় ১৫) এবং মানুষের তৈরী বিচার পদ্ধতি শিক্ষা দেয় যে যদি চোখে দেখা সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের সাক্ষ্যে

একমত হয় এবং যদি সেই সাক্ষ্য লেখনীকে সংক্ষেপ করে এবং এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হয় না যা লিখিত সাক্ষকে বাতিল করতে পারে, তবে লিখিত সাক্ষ্য দৃঢ়তর হবে এবং তা বাতিল বা রহিত করতে পারা যায় না। অন্য কথায় মৃত্যু থেকে যীশুর জীবিত হয়ে ওঠার সত্য দেশের যে কোন বৈধ আদালতে দৃঢ় ভাবে দাড়াবাার যোগ্য। অন্য কোন ধর্মের শিক্ষক, ভাববাদী বা গুরম্ন পাপহীন জাবন যাপন কখনো করেন নাই, দাবাও করেন নাই নিজেকে ঈশ্বর বলে, নিশ্চিত করেছেন যে সৃস্টিকর্তা নেমে এসেছেন মানষের রূপে(মার্ক ১:১১, ৯:৭)। এবং তারপরে এই রকম দাবী প্রমাণ করলেন মৃত্যু থেকে জীবিত হযে উঠে। বুদ্ধ কখনো এমন দাবী করেন নাই যে তিনি দেবতা তথাপি অনেকে তার আরাধনা করে। এরকম অসংখ্য মানুষ এসেছে আর গেছে, দাবী করেছে যে তারা পরিত্রাণের ধারক। প্রত্যেকেই তাদের পাপে মারা গেছেন এবং যাশু দাবী করেছেন তিনি একমাত্র জীবনের দরজা, এই কথা বলেছে চোর ও দস্যুদের কথা উলেস্নখ করে(যোহন ১০:৭-৮)। আপনাকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে: যীশু কি মিথ্যাবাদী ছিলেন, অথবা তিনি কি পথ, সত্য ও জীবন? তার কবর শুন্য এবং তাঁর দেহ কখনো পাওয়া যায়নি কারণ তিনি জাবিত(মার্ক ১৬:১৬)। প্রকাশিত বাক্য ১:১৮ পদ, যীশু বলছেন, “আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্স্ত; আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্েত্ম আছে।”

কেন বিনষ্ট হবেন?

দয়া করে বাইবেলের দাবী অনুসন্ধান করম্নন, যোহন লিখিত সুসমাচার ও রোমীয় পুস্ত্মক দিয়ে শুরম্ন করম্নন। খোলা মনে তা পাঠ করম্নন; এবং একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করম্নন যেন তিনি তার বাক্যে আপনার কাছে প্রকাশিত হন। যোহন ২০:৩০-৩১ পদে পাঠ করি: “যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কার্য করিয়াছিলেন; সেই সকল এই পুস্ত্মকে রেখা হয় নাই। কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রিষ্টি, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।” আজকে আপনি কি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করবেন? আপনার নিজের ধার্মিকতা যথেষ্ট নয় যা আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনার বিবেকে লিখিত ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা এর মধ্যেই আপনাকে দোষী করেছে। কিন্তু, যদিও আপনার নিজের প্রচেষ্টা অসহায় তথাপি আপনি আশাহত নন। রোমীয় ৫:২০ পদ বলে, “আর ব্যবস্থা তৎপরে পার্শ্বে উপস্থিত হইল, যেন অপরাধের বাহুল্য হয়; কিন্তু যেখানে পাপের বাহুল্য হইল, সেখানে অনুগ্রহ আরও উপচিয়া পড়িল।” একজন উদ্ধারকর্তা ছাড়া আপনি অসহায়। কিন্তু কেবরমাত্র আশাহত যদি কোন উদ্ধারকর্তা না থাকে। যীশু খ্রীষ্ট জগতের উদ্ধারকর্তা(১ যোহন ২:১-২, ৪:১৪) এবং একমাত্র তাঁর মাধ্যমে আপনি পেতে পারেন অনুগ্রহ এবং সত্য(যোহন ১:১৭)। কেন বিনষ্ট হবেন?

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ভিখারী নন

ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে কেউ বিনষ্ট হয়, কিন্তু এই্কই সময়ে, তিনি ভিখারীও নন। এমনকি তিনি কোন আকাশের পরী নন যিনি রয়েছেন কেবল আপনার স্বপ্ন পূরণের জন্য। তিনি হলেন পৃথিবীর মহান ধার্মিক রাজা এবং শাসনকর্তা(গীত ৪৭:২)। এবং কোন ধর্ম পালন বা অনুষ্ঠান আপনাকে নরক বাস থেকে রড়্গা করতে বা আপনাকে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক করতে পারবে না।কেবলমাত্র তিনিই এটি করতে পারেন এবং আপনাকে অবশ্যই এটি লাভ করতে হবে। আপনার প্রতিমা ও অন্ত্মসারশূন্য ধর্ম থেকে ফিরম্নন, এবং সহজ সরল ভাবে প্রভুর কাছে আপনার পাপ স্বীকার করম্নন, নরক থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর সাহায্য চান। যীশুকে ধন্যবাদ দিন আপনার পাপের শাস্তি্ম বহন করার জন্য এবং ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আপনাকে উদ্ধারের জন্য; আপনার সম্পূর্ণ নির্ভরতা তাঁর উপরে রাখুন, কাপড়ের জোড়ার মত তাঁর উপরে দুর্বল চেষ্টা নয়; এবং বিশ্বাসের সাথে তাঁকে বলুন যে আপনি তাঁর অনন্ত্ম জীবনের দান গ্রহণ করেছেন। এখন যীশু খ্রীষ্ট আপনার হৃদয়ে আসবেন এবং আপনাকে নূতন জীবন দান করবেন, ঠিক যেভাবে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন(যোহন ৬:৩৭; রোমীয় ১০:১৩; গালাতীয় ৪:৬)। প্রিয় বন্ধু, এটাই হল নূতন জন্মের অর্থ, যীশু বলেছেন, “আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিও না”(যোহন ৩:৭)।

যীশুর কাছে দৌড়ে আসুন; তাঁর পরিত্রাণের সুসমাচার আকড়ে ধরম্নন; এটাই আপনার একমাত্র আশা। আজকেই তাঁর কাছে ছুটে যান, হয়তো আপনার জীবনে আগামীকাল নাও আসতে পারে। বাইবেল পড়ুন, যোহন লিখিত সুসমাচার দিয়ে শুরম্ন করম্নন এবং পরে রোমীয় পুস্ত্মক, এবং ঈশ্বরের বাক্য যা বলে সেই কাজটি করম্নন। ঈশ্বর কখনও আপনাকে ছেড়ে যাবেন না এমনকি ত্যাগও করবেন না। “আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুস্যদের মদ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে”(প্রেরিত৪:১২)। “তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রড়্গা পাইব? ইহা ত প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আমাদের নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল”(ইব্রীয় ২:৩)।

খ্রীষ্টে ঈশ্বরের পরিত্রাণের উপায়কে প্রত্যাখ্যান করা পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে নিন্দা করারর সামিল যিনি যীশুর বিষয়ে সাড়্গ্য দেন(যোহন ১৫:২৬)। এবং “কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, অনন্ত্মকালেও তাহার ড়্গমা নাই, সে বরং অনন্ত্ম পাপের দায়ী। উহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছে, তাহাদের এই কথা প্রযুক্ত তিনি এইরূপ কহিলেন”(মার্ক ৩:২৯-৩০)। যীশুর সময়ে ধর্মীয় নেতারা যীশুকে মন্দ আত্মায় পাওয়া বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পবিত্র আত্মার নিন্দা করেছিল। যীশু খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যানের দ্বারা আপনি কি সেই একই কাজ করতে চান?

উপসংহার, যীশু খ্রীষ্টের আরও কথা বিবেচনা করম্নন যা যোহনের সুসমাচারে রয়েছে:“যীশু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমাতে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাতেই বিশ্বাস করে; এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁহাকেই দর্শন করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি

জ্যোতিস্বরূপ হইয়া এই জগতে আসিয়াছি, যেন, যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অন্ধকারে না থাকে। আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন না করে, আমি তাহার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি। যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচারকর্তা আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে”(যোহন ১২:৪৪-৪৮)। মনোনয়ন আপনার। বিনামুল্যে কিং জেমস বাইবেলের জন্য আমাদের সাথে যোগোযোগ করম্নন।

এফপিজিএম
পোস্ট বক্স – ৭৯১
কানাভার, এনসি ২৮৬১৩ উইএসএ
টেলিফোন (০০১)৮২৮-২৯২-০০৪৫
ইমেল: রহভড়@ভঢ়মস.ড়ৎম

পুস্তিকাটি বিনা মূল্যে দত্ত এবং এটি পুন:মুদ্রণ করা যেতে পারে অনুমতি ছাড়াই যদি তা ব্যবহৃত হয় পরিত্রাণের সুসমাচার ঘোষণা এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। আপনি এটি কোন অবস্থাতে বিক্রি করতে পারেন না।